সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা	Vol. 03, Issue 15
November, 2005	কার্তিক-অগ্রহায়ণ১৪১২

গোল টেবিল আলোচনা

"ডব্লিউটিও'র অসম বাণিজ্য ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করুন: চাপিয়ে দেওয়া উদারীকরণ চলবে না"

আগামী ১৩-১৮ ডিসেম্বর হংকং-এ অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)'র ৬ষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনকে সামনে রেখে ১৭ নভেম্বর ০৫ জাতীয় প্রেস ক্লাবে "ডব্লিউটিও'র অসম বাণিজ্য ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করুন: চাপিয়ে দেওয়া উদারীকরণ চলবে না" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) এবং ফোরাম ফর এমডিজি যৌথভাবে এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে।

গোল টেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রেদোয়ান আহমেদ।বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক কর্নেল (অব:) ফারুক খান এমপি, আসাদুজ্জামান এমপি, জিএম কাদের এমপি, সাবেক বাণিজ্য সচিব সোহেল আহমদ চৌধুরী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের উপপরিচালক শরিফা খান, সুপ্র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল এবং কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল খান, শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন, প্রদীপের চেয়ারম্যান ডাঃ আব্দুল লতিফ মল্লিক, সাপি নেটওয়ার্কের সৈয়দা মনিরা আক্তার, কর্মজীবী নারীর শহীদ উল্লাহ, সিপিডির মোয়াজ্জেম হোসেন, এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্টের সাব্বির বিন শামস, সাংবাদিক সাইফুল হাসান রিকু ও সালাউদ্দিন বাবলু প্রমুখ।

সুপ্র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এই গোল টেবিল আলোচনার সঞ্চালক রাশেদা কে চৌধুরীর কাছে আলোচনা পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। সঞ্চালক রাশেদা কে চৌধুরী তার বক্তব্যে এই আয়োজনের কারণ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বলেন ২০ বছর আগে যদি আমরা বাণিজ্যকে আলোচনায় নিয়ে আসতাম তাহলে আমরা আরো এগিয়ে যেতাম। হংকং এ আমাদের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে পারবে। এবং আজকের আলোচনার মধ্যদিয়ে আমাদের বিভিন্ন পক্ষের ডাব্লিউটিও বিষয়ে মতামতসহ হংকং সম্মেলনে আমাদের দাবিগুলো উঠে আসবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেদোয়ান আহমেদ বলেন, বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বে উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থে বিভিন্ন নীতি তৈরি করছে। তারা একসময় তাদের প্রয়োজনে এমএফএ করেছিল, আবার প্রয়োজন শেষে তা তুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, অনেকেই ব্যবসায়ীদের চোর বলে গালি দেন। কিন্তু তারা যে ঝুঁকি নিয়ে তাদের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন সেটাকে কেউ বাহবা দিতে চান না। তিনি আসন্ন হংকং সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সকল পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, শ্রমের অবাধ যাতায়াত, এন্টি ডাম্পিং কাউন্টার সেফগার্ডের কারণে এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য ক্ষতিপুরণ প্রদানসহ বেশকিছু দাবি তুলে ধরার প্রস্তাব দেন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, আমরা যে বিশ্বায়নের থেকে কোনো সুবিধা পাইনি তা কিন্তু নয়, বিশ্বায়নের সুবিধা কাজে লাগাতে হলে আমাদের অর্থনীতিকে রফতানিমুখি করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই গ্রামীণ কৃষির উপর নজর দিতে হবে।কারণ আমাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে কৃষি। তিনি বলেন, ডব্লিউটিও সম্মেলনে আমাদের স্পেশাল এন্ড ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট এবং ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের ওপর জোর দিতে হবে।

বিরোধী দলীয় হুইপ কর্নেল ফারুক খান এমপি বলেন, আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে কৃষিতে।ডব্লিউটিওর বিধি অনুযায়ি যেখানে আমরা জিডিপির ১০ শতাংশ পর্যন্ত ভতুর্কি দিতে পারি সেখানে আমরা ১ শতাংশেরও কম দিচ্ছি। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করতে হবে। সংসদে আলোচনা করতে হবে। তিনি ডব্লিউটিওসহ সকল চুক্তি জাতীয় সংসদে আলোচনার আহ্বান জানান।

আসাদুজ্জামান এমপি বলেন,বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ। হাজারটা সমস্যা । কিন্তু আমাদের ওপর ধনী দেশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর এত নজর কেন? তাহলে কী আমাদের এমন কোন সম্ভাবনা আছে যা আমরা নিজেরাই জানি না। তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মতো করে বড় হতে দিচ্ছে না। আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।

সাংসদ জিএম কাদের বলেন, আমরা যখন কোনো দরকষাকষিতে যাই তখন আমাদের কোনো প্রস্তুতি থাকে না। কোন বিষয়ে কতখানি ছাড় দিলে আমরা কতখানি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হবো তা ঠিক থাকে না। তুলায় ভতুর্কি না থাকলে আমাদের লাভ হবে না আফ্রিকার লাভ হবে তা আমাদের লোকেরা ঠিক করতে পারে না। অথচ টেকনিক্যাল এসিসট্যান্সের নামে এ দেশে কোটি কোটি টাকা আসছে। এই টাকার বেশির ভাগই দাতা দেশগুলো টেকনিক্যাল এসিসট্যান্সের নামে ফেরত নিয়ে যায় এবং সচিবরা বিদেশ ভ্রমন করেন।

সাবেক বাণিজ্য সচিব সোহেল আহমদ চৌধুরী বলেন, ডব্লিউটিও'র কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় অনেকে খুশী হলেও আসলে তাতে বাংলাদেশের কোনো লাভ হয়নি, সফল হলে লাভ হতো। তিনি বলেন, শুধু উন্নত দেশগুলোর কৃষি ভতুর্কি কমানো এলডিসির দাবি হতে পারে না, এটি উন্নয়নশীল দেশ ভারত, ব্রাজিল বা চীনেরও দাবি হতে পারে। কিন্তু উন্নত দেশ যদি ভতুর্কি কমায় উন্নয়নশীল দেশগুলো না কমায় তাহলে স্বল্পোন্নত দেশ বা অনুন্নত দেশের কোনো লাভ নেই। কারণ সেক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভতুর্কিপ্রাপ্ত আমদানি পণ্যের কাছে আমাদের দেশীয় পণ্য মার খাবে। তিনি ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটকে পুনরুজ্জীবিত করার কথাও বলেন। কারণ এর মাধ্যমে বাণিজ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক দরকষাকষিতে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে।

ডব্লিউটিও বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের উপপরিচালক শরিফা খান বলেন, এসব বিষয়ে গবেষণালব্ধ উপাত্ত নিয়ে কাজ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এসব গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব বিষয়ে গবেষণা করলে দেশ লাভবান হবে।

আলোচনায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহি পরিচালক এবং পিএফএম'র সমন্বয়কারী রাশেদা কে চৌধুরী, সুপ্র'র সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী, সুপ্র'র যুগ্ম সচিব এএইচএম বজলুর রহমান। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোঃ শামসুদ্দোহা।

সংবাদ সম্মেলন

"দক্ষিণ এশিয়ার গণ দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক ঐক্যই হোক সার্কের প্রেরণা"

সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নাগরিক সমাজ, এনজিও, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবিদের মতামত প্রতিফলনের দাবি জানিয়ে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ১১ নভেম্বর ০৫ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে "দক্ষিন এশিয়ার গণ দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক ঐক্যই হোক সার্কের প্রেরণা" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সুপ্রর অবস্থান বিষয়ক এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন যোগাযোগ সমন্বয়কারী বরকত উল্লাহ মারুফ। উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সুপ্র'র সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী, সুপ্র'র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল, সুপ্র'র যুগ্ম সচিব এএইচএম বজলুর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপের কর্মকর্তা আব্দুর রহমান, শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন, কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল খান প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, অগ্রসর দেশগুলোকে অনুন্নত অর্থনীতির দেশকে সুবিধা প্রদান করতে হবে। শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, আয়ের সুষম বণ্টনই হবে মুখ্য। শুধু বাজার ব্যবস্থা দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নের সমাধান দিতে পারে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়, গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে শতকরা ৮৬ ভাগ। অন্যদিকে গত এক বছরে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে শতকরা ৩০ ভাগ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমান যেখানে শতকরা ৬৬ ভাগ এবং আসিয়ান দেশগুলোতে শতকরা ২৪ ভাগ সেখানে সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ। পরস্পরের বিনিয়োগ এখানে একেবারেই নুন্যতম। মাত্র শতকরা ১ ভাগ। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

সার্কের মাধ্যমে একটি মুক্ত বাণিজ্য চালু করতে গেলে অনুন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের অর্থনীতি , শিল্প কারখানা উন্নত করতে হলে সাময়িক মার্কেট প্রটেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে অগ্রসর অর্থনীতির দেশগুলোকে উদার দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের উন্নতির দায়িত্ববোধ থেকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবি জানিয়ে বলা হয়, সার্ক যেন সরকার প্রধানদের ক্লাবে পরিণত না হয়। কারণ সরকারের সাথে সরকার এক হয়ে সমঝোতার পথ খুলতে পারলেও ব্যাপক রাজনৈতিক ও নাগরিক ঐক্যের স্বার্থে সচেতন ও সরব অংশের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জাতিসংঘের সামিটে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সভাগুলোতেও এ ধরণের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয়, নেপালের মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশে আছে বাংলাদেশের মানুষ। সে কারণে কিছুতেই রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না। ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রকে আমরা স্বাগত জানাই। জ্ঞানেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন নেপালের মানুষকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিন।

মতবিনিময় কর্মশালা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং সম্মেলন ও আমাদের গণমাধ্যম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং সম্মেলনকে সামনে রেখে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ও পিপলস ফোরাম অন এমডিজি গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে এক মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে।কর্মশালাটি ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ০৫ প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র মানিকগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ২৩ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করে। ডব্লিউটিও সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থান ও এ বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে সংবাদকর্মীদের ভূমিকা তুলে ধরা এই কর্মশালার অন্যতম লক্ষ্য।

কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল, এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের পর গণমাধ্যম কর্মীগণ হংকং সভার সম্ভাব্য পরিণতি ও তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রেক্ষাপটে তার প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; বিশ্বব্যাপী নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ ও বিকল্প খবর ও তার সুত্রগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং হংকং সভায় যোগদানের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য জানবেন ও উৎসাহিত হবেন।

আমরা জানি, ১৩-১৮ ডিসেম্বর০৫ হংকং-এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(ডব্লিউটিও)'র ৬ষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এলডিসিগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং এলডিসিগুলোর বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলডিসির স্বার্থ রক্ষা করা বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক এবং সিভিল সোসাইটির দাবি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এই মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, বিভিন্ন রাউন্ড, কানকুন ব্যর্থতা, নয়া উদারবাদী অর্থনীতি, সেবাখাত, কৃষি ট্রিপস, নামা, এসএন্ডডিটি, ডব্লিউটি ও এমডিজি, সাফটা দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ, বাংলাদেশের অবস্থান, প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য প্রাপ্তি, হংকংয়ে কী হতে পারে, বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের বিকল্প খবর এবং অনুন্নতদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালার কোর্স সমন্বয়কারী ছিলেন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন যোগাযোগ সমন্বয়কারী বরকত উল্লাহ মারুফ, সহায়তাকারী ছিলেন, কোস্ট ট্রাস্টের উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী গবেষণা, উন্নয়ন ও উপকূলীয় পরিবেশ মোঃ শামসুদ্দোহা, নীতি গবেষণা সমন্বয়কারী মোঃ জাকারিয়া , সমন্বয়কারী মোসুমী বিশ্বাস এবং সুপ্র'র সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী।

সুশাসন বার্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসুচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত